



## 5048 - হায়েগ্ৰস্ত নারীর দোয়া করার হুকুম

### প্রশ্ন

হায়ে অবস্থায় কোন নারীর জন্য দোয়া করা কি জায়যে আছে? এমতাবস্থায় দোয়া করার সঠিক পদ্ধতি কী?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

'ফাতাওয়া ইসলামিয়া' নামক কতিবাবে নমিনোকত প্রশ্নটি এসছে:

প্র: আরাফার দনি হায়েগ্ৰস্ত নারী কি দোয়ার বইগুলো পড়তে পারবেন; ঐ গ্রন্থগুলোতে কুরআনের আয়াত থাকা সত্বেও।

উ: হায়ে বা নফিসগ্ৰস্ত নারীর জন্যে হজ্জরে বইসমূহে লিখিত দোয়াগুলো পড়তে কোন অসুবিধা নাই। এবং সঠিক মতানুযায়ী কুরআনে কারীম পড়তেও কোন অসুবিধা নাই। কনেনা হায়ে ও নফিসগ্ৰস্ত নারীকে কুরআনে কারীম পড়তে বারণ করে মরম্বে সহি ও সুস্পষ্ট কোন দলিল নাই। দলিল আছে জুনুবী (ঘুমন্ত বা জাগ্রত অবস্থায় বীর্যপাতের কারণে যার উপর গোসল ফরয) ব্যক্তির ব্যাপারে। জুনুবী অবস্থায় কুরআন পড়া যাবে না; যহেতে এ ব্যাপারে আলী (রাঃ) এর সূত্রে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে, হায়েগ্ৰস্ত ও নফিসগ্ৰস্ত নারীর ব্যাপারে ইবনে উমর (রাঃ) এর সূত্রে বর্ণিত হাদিসে এসছে যে, "হায়েগ্ৰস্ত ও নফিসগ্ৰস্ত নারী কুরআনের কোন কিছু পড়বে না"। কনিত্তু, সে হাদিসটি দুর্বল। কনেনা হাদিসটি ইসমাঈল বনি আইয়াশ কর্তৃক হজ্বীদরে থেকে বর্ণিত। হজ্বীদরে থেকে তার বর্ণনা দুর্বল। তবে, হায়ে বা নফিসগ্ৰস্ত নারী মুখস্থ থেকে মুসহাফ (কুরআন-গ্রন্থ) স্পর্শ না করে কুরআন পড়তে পারবে। আর জুনুবী ব্যক্তি গোসল করার আগ পর্যন্ত কোনভাবে কুরআন পড়তে পারবে না; স্পর্শ করেও না, মুখস্থ থেকেও না। জুনুবী ব্যক্তির সাথে তাদের পার্থক্যটা হল জুনুবী অবস্থা সামান্য কিছু সময় বিরাজ করে। জুনুবী ব্যক্তি স্ত্রী-সহবাস করার পর তাৎক্ষণিকভাবে গোসল করে নতি পারেন। তাই জুনুবী অবস্থা খুব বেশি সময় দীর্ঘায়িত হয় না এবং বিষয়টি ব্যক্তির নিজের হাতে; যখন ইচ্ছা তখন গোসল করে নতি পারেন। জুনুবী ব্যক্তি পানি ব্যবহারে অপারগ হলে তায়াম্মুম করেও নামায পড়তে পারেন এবং কুরআনে কারীম তলোওয়াত করতে পারেন। পক্ষান্তরে, হায়ে ও নফিসগ্ৰস্ত নারীর বিষয়টি তাদের হাতে নয়; বরং তাদের বিষয়টি আল্লাহর হাতে। হায়ে ও নফিস শষে হতে বেশে কিছু দনি সময় লাগে। এ কারণে তাদের জন্য কুরআনে কারীমের তলোওয়াত জায়যে করা হয়েছে; যাত করে তারা কুরআনে কারীম ভুলে না যায় এবং যাত করে কুরআন তলোওয়াতের ফযলিত ও কুরআন



থেকে শরয়ি বিধি-বিধান শখোর সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত না হয়। সুতরাং যবে সব কতিবে কুরআন-হাদিস মশিরতি দোয়াগুলো রয়েছে তাদরে জন্য সবে কতিবগুলো পড়া জায়যে হওয়া আরও অধিক যুক্তযুক্ত। এটাই সঠিকি ও আলমেগণরে অভমিতগুলোর মধ্যে সর্বাধিক শুদ্ধ। [শাইখ বনি বায]

দ্বিতীয় আরকেটি প্রশ্ন এসছে:

প্র: আমি অপবতির অবস্থায় উদাহরণত মাসকি অবস্থায় কিছু কিছু তাফসরিগ্রন্থ পড়ি। এতে কিকোন অসুবধি আছে? এতে কি আমার গুনাহ হবে?

উ: আলমেগণরে অভমিতগুলোর মধ্যে সর্বাধিক সঠিকি হচ্ছে- হায়যে ও নফিসগ্রস্ত নারী তাফসরিগ্রন্থগুলো পড়তে কোন অসুবধি নাই এবং কুরআন-গ্রন্থটি স্পর্শ না করে কুরআনে কারীম পড়তেও কোন অসুবধি নাই। তবে, জুনুবী ব্যক্তরি জন্য গোসল করার আগ পর্যন্ত কুরআনে কারীম পড়া জায়যে নাই। জুনুবী ব্যক্তি তাফসরি, হাদিসি ও অন্যান্য গ্রন্থগুলো পড়তে পারনে; তবে সসেব গ্রন্থগুলোতে যবে সকল আয়াত রয়েছে সেগুলো পড়বনে না। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে সাব্যস্ত হয়ছে যবে, জুনুবী অবস্থা ছাড়া আর কোন কিছু তাঁকে কুরআন তলোওয়াত থেকে দূরে রাখত না। ইমাম আহমাদ কর্তৃক 'জায়যদি সনদে' বর্ণতি অন্য এক হাদিসরে ভাষ্যে রয়েছে যবে, "তবে, জুনুবী ব্যক্তি পড়বে না; এমনকি একটি আয়াতও না"। [শাইখ বনি বায]